সবার আগে বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন

ঢাকা-১৮

নির্বাচনী ইশতেহার

২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল – বিএনপি

“কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করবো!”

-এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

মনোনীত এমপি প্রার্থী - ঢাকা-১৮

বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল – বিএনপি

সবার আগে বাংলাদেশ

ঢাকা ১৮

সূচি

মুখবন্ধ	৪
প্রার্থীর বার্তা	৫
বিভাগ ১: অবকাঠামো, ইউটিলিটি এবং নগর উন্নয়ন	৬
বিভাগ ২: জননিরাপত্তা ও সম্প্রদায় সুরক্ষা	৭
বিভাগ ৩: স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং মানব কল্যাণ	৮
বিভাগ ৪: জুলাই '২৪-এর শহীদ ও যোদ্ধারা	৯
বিভাগ ৫: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	১০
বিভাগ ৬: শিক্ষা ও যুব উন্নয়ন	১১
বিভাগ ৭: সংস্কৃতি, বিনোদন এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা	১২
বিভাগ ৮: নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি	১৩
বিভাগ ৯: পরিবেশ, স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু সক্ষমতা	১৪
বিভাগ ১০: ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সম্প্রদায়ের সমর্থন	১৫
বিভাগ ১১: শাসন, গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতা	১৬
সমাপনী বিবৃতি	১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

এই ইশতেহার ঢাকা-১৮ এর জনগণের প্রতি একটি অঙ্গীকার। এটি আপনাদের দৈনন্দিন বাস্তবতা, সংগ্রাম এবং একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। এমন এক সময়ে যখন মানুষ স্লোগানের চেয়ে সততা বেশি প্রত্যাশা করে, তখন এই দলিল সেবা, ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। প্রতিটি অগ্রাধিকার স্থানীয় চাহিদার প্রতিফলন এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রকাশ-যে উন্নয়নকে অবশ্যই গণতন্ত্র, ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক সম্প্রীতির সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে।

ঢাকা-১৮ এর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার মানুষ পরিশ্রমী, বৈচিত্র্যময় এবং সৃজনশীল চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ। তবুও অনেকেই মৌলিক সেবা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই ইশতেহার বাস্তবসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ নির্দেশ করে। এর লক্ষ্য সহজ-দৈনন্দিন জীবনমান উন্নত করা এবং প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত রাখা, বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশি অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন।

এই ইশতেহার অংশগ্রহণের জন্য একটি উন্মুক্ত আহ্বানও বটে। অগ্রগতি তখনই সম্ভব, যখন নাগরিকদের কথা শোনা হয় এবং নেতৃত্বকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-র ওপর বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে-ঢাকা-১৮ এর জন্য এই রূপকল্প একটি এমন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, যা যৌথ প্রচেষ্টা, দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক আস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠবে।

প্রার্থীর বার্তা

প্রিয় ঢাকা–১৮ এর সম্মানিত বাসিন্দাগণ, আসসালামু আলাইকুম। বিনম্রতা ও গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে আমি এই ইশতেহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি - যা একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অগ্রগামী সমাজ গঠনের যৌথ রূপরেখা। আমার লক্ষ্য হলো সততা, জবাবদিহিতা এবং দৃঢ় অঙ্গীকারের সঙ্গে আপনাদের সেবা করা, যাতে উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একসঙ্গে সুসংহতভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

আপনারা যদি আমাকে আপনাদের সমর্থনের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করেন, তবে সংসদে আমার কণ্ঠ হবে আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার প্রতিধ্বনি। আমার প্রতিটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হবে ঢাকা–১৮ এর সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা। ঐক্য, সহমর্মিতা এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে আমরা একসঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারি

বিভাগ ১

অবকাঠামো, ইউটিলিটি এবং নগর উন্নয়ন

১. ঢাকা-১৮ এলাকায় পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

২. জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে—বিশেষ করে যেহেতু ঢাকা-১৮ এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সড়ক বর্তমানে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে যানজট ও জনদুর্ভোগ কমানো হবে, যাতে সাধারণ মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অটোরিকশার জন্য একটি ডাটাবেজ চালু করা হবে-যাতে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। পাশাপাশি হকারদের জন্য নির্ধারিত ছুটির দিনের বাজারে স্থানান্তর করা হবে, যাতে ফুটপাত ও ফুটওভার ব্রিজ জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

৪. বাসস্ট্যান্ড, পার্ক এবং নির্দিষ্ট কিছু জনসমাগমস্থলে ধীরে ধীরে নিরাপদ ও বিনামূল্যের ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সুবিধা চালু করা হবে।

বিভাগ ২

জননিরাপত্তা ও সম্প্রদায় সুরক্ষা

১. চাঁদাবাজি, সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচারসহ সকল ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর 'জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়, কমিউনিটি পুলিশিং, নজরদারি কার্যক্রম এবং নাগরিক অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা-বিশেষ করে ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থাকে—আরও শক্তিশালী করা হবে, যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

২. মাদকাসক্তি প্রতিরোধে তিন ধাপের কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা হবে: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ, মাদকাসক্তি রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরামর্শ সেবা, এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৩. নাগরিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সিসিটিভি নজরদারিসহ জননিরাপত্তা অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা হবে।

৪. এমপি কার্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটিভিত্তিক ওয়ার্ড পর্যায়ের নাগরিক দল গঠন করা হবে।

বিভাগ ৩

স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং মানব কল্যাণ

১. পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করার জন্য ‘ফ্যামিলি কার্ড ব্যবস্থা চালু করা হবে।

২. ঢাকা-১৮ এলাকায় একটি সরকারি হাসপাতাল স্থাপন করা হবে, যাতে সকল বাসিন্দার জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়। হাসপাতালটি উন্নয়নের অধীনে থাকাকালীন, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং মৌলিক ওষুধ সরবরাহের জন্য প্রতিটি উপ-এলাকায় নিয়মিত বিরতিতে স্বাস্থ্য ডেস্ক স্থাপন করা হবে। মহিলা এবং বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. টিকাদান, স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়তায় নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ‘হেলথ কার্ড’ চালু করা হবে।

৪. বয়স্ক নাগরিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তা সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা হবে।

৫. গৃহহীন মানুষ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারীদের জন্য পুনর্বাসন, আবাসন সহায়তা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬. ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)-এর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ-যেমন মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা-কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

বিভাগ ৪

জুলাই '২৪-এর শহীদ ও যোদ্ধারা

১. জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সংশ্লিষ্ট অনিষ্পন্ন ঘটনাবলি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালের পরবর্তী ঘটনাগুলোর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশেষভাবে শহীদ ওসমান হাদির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. জুলাই ২০২৪-এর সকল যোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে।

৩. জুলাই ২০২৪-এর শহীদদের পরিবার এবং আন্দোলনের যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে-বিশেষ করে যাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন অথবা কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনসহ বিশেষ চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

বিভাগ ৫

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

১. স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) সহায়তা, শিল্পখাতের বিকাশ এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে সহযোগিতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে, যাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে চাকরির সুযোগের সঙ্গে তাদের দক্ষতার সঠিক মিল ঘটানো যায়। পাশাপাশি খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সেবা খাতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩. যুবসমাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইসিটি উন্নয়ন, স্টার্টআপ সহায়তা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

বিভাগ ৬

শিক্ষা ও যুব উন্নয়ন

১. শিক্ষা, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মুদ্রণ সুবিধা, কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রীসহ একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে।

২. দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান এবং সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা হবে।

বিভাগ ৭

সংস্কৃতি, বিনোদন এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা

১. সকল বয়সের নাগরিকদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যা বিনোদন, সাংস্কৃতিক চর্চা, শিক্ষা এবং সামাজিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে থাকবে বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লাব-যেমন সংগীত ও নৃত্য ক্লাব, পাঠচক্র, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নারী ক্লাব, যুব কার্যক্রম, বিনোদনমূলক সমিতি এবং পরিবারবান্ধব আয়োজন। শিশু ও অভিভাবকদের জন্য আলাদা স্থানও রাখা হবে, যাতে সামাজিক সম্প্রীতি ও সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা, প্রদর্শনী, কমিউনিটি বাজার এবং স্থানীয় বিভিন্ন আয়োজন পরিচালিত হবে-যার উদ্দেশ্য সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, স্থানীয় উদ্যোক্তা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং ঢাকা-১৮ এলাকার মানুষের জন্য সহজলভ্য বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. প্রতিটি ওয়ার্ডে যুব কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে এবং নতুন ও বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমকে আরও উৎসাহিত করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েদের ও নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট সময়সীমাভিত্তিক বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

৩. শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও ক্রীড়া সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে এবং বিদ্যমান পার্ক ও মাঠগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

বিভাগ ৮

নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

১. লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

২. ঢাকা–১৮ এলাকার নারীদের জন্য একটি নিবেদিত ২৪/৭ হেল্পলাইন এবং ওয়েবসাইটে অনলাইন SOS বাটন চালু করা হবে, যার মাধ্যমে নারীরা জরুরি সহায়তার জন্য তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারবেন অথবা সরাসরি ঘটনার অভিযোগ জানাতে পারবেন- smjahangir.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রতিটি কল যথাযথভাবে গ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষায়িত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল গঠন করা হবে, যা তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করবে।

বিভাগ ৯

পরিবেশ, স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু সক্ষমতা

১. উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নগর সবুজায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

টেকসই পরিকল্পনা, পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন এবং উন্নত বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা হবে।

বিভাগ ১০

ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সম্প্রদায়ের সমর্থন

১. মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুষ্ঠ পরিচালনা নিশ্চিত করতে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক সহায়তা প্রদান করা হবে।

২. ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বৈষম্য, হয়রানি বা পক্ষপাতিত্ব সহ্য করা হবে না, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগ ১১

শাসন, গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতা

১. আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাকস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের সুরক্ষা, বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা হবে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.অন্যায়ভাবে কারাবন্দি করা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলা দায়ের কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। আইনের চোখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদায় বিবেচনা করা হবে।

৩.আপনারা যদি আমাকে-এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন কে -ঢাকা-১৮ এর সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদান করেন, তবে আপনাদের মতামত, পরামর্শ এবং অভিযোগ সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে। অগ্রগতি পর্যালোচনা, জনগণের সরাসরি মতামত শোনা এবং স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতি তিন মাস অন্তর জনসভা আয়োজন করা হবে।

ঢাকা ১৮

সবার আগে বাংলাদেশ

“কথায় নয়,
কাজে প্রমাণ করবো!”

smjahangir.com

+8801711563636